আলমাহা যেখানে শান্তি কেনা যায়

Buy Piece, Visit Al-Maha.

শান্তি কিনতে হলে আলমাহায় আসুন। কোথায় আলমাহা? কিভাবে সেখানে শান্তি কিনতে পাওয়া যায়? কোথায় এই স্বর্গোদ্যান? আলমাহা নিয়ে এই সংখ্যায় লিখেছেন **ফরিদুর রেজা সাগর**

আলমাহার বিজ্ঞাপন এমিরাতের কোনো বই ঘাঁটলে কিংবা এমিরাতের কোনো ফ্লাইটে কেউ যদি দুবাই যান তার চোখে পড়বে সহজেই। কতগুলো তাঁবুর মত ঘর, মরুভূমি, ছবির মধ্যে মোটামুটি এটুকুই বোঝা যায়। ‘ভিজিট আলমাহা’- এই ধরনের লেখালেখি দেখে কারও মনে হতে পারে আলমাহা বুঝি কোনো একটা জায়গা।

কেউ যদি এই বিজ্ঞাপন দেখে একটু উৎসাহী হয়ে এমিরাতের কোনো অফিসে যোগাযোগ করেন তবে জানবেন আলমাহা একটি রিসোর্ট হোটেলের নাম। দুবাইতে এর অবস্থান। হোটেলটিতে পাঁচ তারকার হোটেলের চেয়েও বেশি সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। জানার পর অবাক হয়ে বিজ্ঞাপনের ছবির দিকে তাকালে আপনাকে আবার বিস্মিত হয়ে ভাবতে হবে, পাঁচ তারকা হোটেল! কিন্তু ছবিতে তো তাঁবু ছাড়া কিছু দেখা যাচ্ছে না। আর কেউ যদি আলমাহায় যান, তাহলে অপেক্ষা করবে তার জন্য অনেক বিস্ময়।

প্রথম হলো- আলমাহার চত্বরে ঢুকলেই চোখে পড়বে সাদা এক ধরনের প্রাণী। অনেকটা হরিণের মতো দেখতে। কিন্তু মাথার শিং বিশাল এবং স্ক্রুর মতো প্যাঁচ খেয়ে উঠে গেছে উপরে দিকে। একে তো গায়ের রং সাদা ধপধপে তারপর মাথার ওপর সুন্দর দুটো শিং। দারুণ দেখতে লাগে প্রাণীগুলোকে। এই প্রাণীর নামই ‘মাহা’। পৃথিবীতে যে প্রাণীগুলো হারিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে দুর্লভ এই প্রাণী। এবং খুব সম্ভব, সারা পৃথিবীতে জীবিত ‘মাহা’ আছে আলমাহা চত্বরে। প্রাণীগুলোর প্রথম এক বছর বয়সে গায়ের রঙ থাকে লাল তারপর ধীরে ধীরে গায়ের রঙ বদলে হয়ে যায় ধপধপে সাদা। ৫৭টি মাত্র ‘মাহা’ প্রাণী কয়েক বছর আগে রাখা হয়েছিল আলমাহার চত্বরে। এখন বেড়ে তা দাঁড়িয়েছে ২২৬টি।

মাহা’র কথা জানার পরে কারও মনে হতে পারে আলমাহার বিজ্ঞাপনের লোগোতে হরিণের মতো যে প্রাণীটি দেখা যায় সেটি আসলে মাহা’র ছবি। দুর্লভ একটি প্রাণী পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত যাতে না হয় সেদিকে আলমাহা কর্মকর্তারা যে রকম সচেষ্ট এবং যত্নপরায়ণ আমাদের দেশের মানুষ অনেক কিছুর ক্ষেত্রে সে রকম হলে আমাদের দেশেও অনেক কিছু দেখার জন্য পর্যটকদের ভিড় হতে পারত। ডলফিন বা ডলফিনের শো

দেখার জন্য বাইরে অনেকেই বাচ্চাদের নিয়ে যান। কিন্তু সুপেয় পানিতে ডলফিনের জন্ম হয়। ডলফিন রয়েছে শুধু ব্রাজিল এবং বাংলাদেশে। বাংলাদেশের এই ডলফিনের ব্যাপারে, সযত্ন সংগ্রহ করার ব্যাপারে কারও কোনো উদ্যোগ রয়েছে কি? এই প্রসঙ্গে ঘড়িয়ালের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলাদেশ থেকে এই প্রাণীটি প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে।

দুবাই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে ৭৪ কিমি দূরে আলমাহার অবস্থান। আধুনিক শহর দুবাই এখন কসমোপলিটনেরও ওপরে চলে গেছে। তার মধ্য দিয়ে গাড়ি চালিয়ে এক পর্যায়ে এসে যখন চারদিকে মরুভূমি চোখে পড়বে তখনই প্রথম ধরা পড়বে বালির সাম্রাজ্য। ধানসিঁড়ি কথাটা যেমন ধানের ক্ষেত দেখলে মনে হয় তেমনি বালির রূপ দেখলে নানা রকম বিশেষণ দিতে ইচ্ছে করে। সমুদ্রের ঢেউ খেলার মতো বালির ঢেউ-খেলা রয়েছে। তারপর রয়েছে রঙের খেলা। সূর্যের আলোতে কোনো জায়গার বালি যেমন রুপার মতো চিকচিক করছে আবার কোনো জায়গায় বালু রোদে পুড়ে একদম তামাটে হয়ে রয়েছে। এই বালুর ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে আলমাহার গেটে পৌঁছলে পাইপ দিয়ে করা একটা ছোট্ট ব্রিজের কাছে দাঁড়াতে হয়। এখান থেকে ভেতরে ছয় কিলোমিটার যেতে হবে। তাহলে প্রবেশ করবেন আলমাহার ভেতরে। আর পাইপ দিয়ে ছোট্ট ব্রিজটা এই কারণে তৈরি যেন হরিণ বা কোনো অন্য প্রাণী আলমাহার চত্বরে ঢুকতে না পারে। গেট থেকে আলমাহার রিসেপশনে পৌঁছানোর জন্য আপনি ইচ্ছা করলে যেতে পারেন রাজকীয় ঘোড়ার পিঠে চড়ে কিংবা ঐতিহ্যবাহী আরবীয় উটের পিঠে চড়ে হেলতে হেলতে। আর যদি সভ্য জগতের সঙ্গে

একেবারেই বিচ্ছিন্ন হতে না চান তবে মার্সিডিজ অথবা বিএমডব্লিউতে চড়তে পারেন।

আগে তো বালির সৌন্দর্য দেখা হয়েছে কিন্তু রিসেপশন যাওয়ার ছয় কিমি পথ চারপাশের বাড়ির সৌন্দর্য আরও অনেক বেশি করে চোখে ধরা পড়বে। আর বালির উঁচু নিচু টিলার মাঝখানে সাদা মাহা, লাল শিশু মাহা ঘুরে বেড়াতে দেখা যাবে। রিসেপশনের সামনে এলেই দেখা যাবে দুটো বড় বাজপাখি। মাথায় মুকুট। টিপিক্যাল আরবীয় পোশাক পরা মহিলা অভ্যর্থনা জানাবে আপনাকে। শুভ স্বাগতম। স্বাগতমের পর নিয়ে যাবেন চমৎকার একটি বসার ঘরে। পুরো রিসেপশন জুড়ে আছে এরকম তিনটি বসার ঘর। একপাশে রয়েছে লাইব্রেরি। দুর্লভ সব বই রয়েছে সেখানে। রয়েছে দৈনিক পত্রিকা। টেলিভিশন এবং দৈনিক পত্রিকা ছাড়া সভ্য জগতের সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ এখান থেকে রক্ষা করা যাবে না। কারণ প্রথমেই ভদ্রমহিলা বলবেন,

-যদি আপনার সঙ্গে মোবাইল ফোন থাকে তবে অনুগ্রহ করে বন্ধ করুন।

তবে রুমে গিয়ে দেখবেন রুমেই আছে টেলিফোন। তবে সেই টেলিফোনে আলমাহার বাইরে লাইন পেতে হলে রিসেপশনের থ্রু দিয়ে যেতে হয়।

আকাশচুম্বী অট্টালিকা আর চোখে পড়বে না। ব্যস্ত রিসেপশন নেই। তাহলে পাঁচ তারকার হোটেলের চেয়েও দামী কেন এই হোটেল? কি সুবিধা রয়েছে এখানে?

অভ্যর্থনাকারী মহিলাকে প্রশ্ন করলে তিনি চমৎকার একটি হাসি দিয়ে বলবেন,

- এখানে অতিরিক্ত কোনো সুবিধা নেই।

- তাহলে এতো খরচ?

- খরচ এখানে জরুরি নয়। আপনি এখানে পাবেন শান্তি এবং শান্তি।

আসলেও তাই। যদি কেউ শান্তি কিনতে চান তবে পৃথিবীতে বোধহয় একমাত্র স্থান আলমাহা। আলমাহার বিজ্ঞাপনে থাকে- বারো বছরের কম শিশুদের নিয়ে এখানে আসা যাবে না। তাতে অনেকের মনে হতে পারে, সন্ধ্যার পর এখানে হয় ক্যাবারে ড্যান্স, ম্যাসাজ কিংবা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নানা কিছু। কিন্তু আলমাহাতে ঢুকে বোঝা যায়, শিশুদের হৈ চৈ যেন কারও শান্তি বিঘ্নিত না করে সে কারণে শিশুদের আনার ব্যাপারে এই ব্যবস্থা।

রিসেপশন থেকে বেশ একটু দূরে তাঁবুর মতো এক-একটি স্যুট। স্যুটগুলোতে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় 'বাকি' নামে ইঞ্জিনচালিত ছোটছোট গাড়ি। যাতে কোনো রকম দূষণ যেন স্পর্শ না করতে পারে- সে কারণে বিশেষ গাড়ির ব্যবস্থা। এতো বিশাল এলাকায় রয়েছে মাত্র ২৪টি স্যুট। তার মানে কখনোই এখানে ৪৮ জনের বেশি অতিথি থাকা সম্ভব নয়। স্যুটগুলোর আকৃতি বাইরে থেকে তাঁবুর মতো দেখতে হলেও ভেতরে রয়েছে সব রকম পাঁচ তারকা হোটেলের সুযোগ-সুবিধা। যেদিক দিয়ে আপনি স্যুটে ঢুকবেন সেদিকে রয়েছে প্রচুর গাছপালা। গাছের মধ্যে লাগানো রয়েছে হারিকেন আকৃতির বাতি। কখনও মনে হতে পারে, বাংলাদেশের কোনো অজ পাড়াগাঁর মেঠোপথ দিয়ে আপনি হেঁটে চলেছেন। মরুভূমির মধ্যে দিয়ে রয়েছে বেশ সবুজ গাছপালা। কিন্তু কামরায় ঢুকে বিপরীত দিকের দরজা খুললে চোখ দুটো ধাক্কা খাবে আরেক বিস্ময়ে। প্রত্যেক কামরার আছে একটি করে সুইমিং পুল। এই মরুভূমিতে পানি, ঘরের সঙ্গে সুইমিং পুল, আর সুইমিং পুলের ওপর দিয়ে চোখে পড়বে বালুকারাশি। সমুদ্রের ঢেউয়ের রূপ থাকে। পাহাড়ের উঁচু-নিচুর একটা সৌন্দর্য থাকে। কিংবা বিস্তীর্ণ বরফের সৌন্দর্য থাকে। কিন্তু বালুর সৌন্দর্য সুইমিং পুলের পাশে আরাম কেদারায় বসে যে উপভোগ করা যায় সেটা সামনের দিকে তাকিয়ে যখন দেখা যায় দু'চারটে 'মাহা' না চললেও সৌন্দর্যের কোনো হানি হবে না।

পুরো আলমাহাটা যদি 'বাকি'তে চড়ে ঘুরে আসা যায় তাহলে পাবেন আরও একটা বিরাট সুইমিং পুল, টেনিস কোর্ট এবং এখানে রয়েছে দুটো রাজকীয় স্যুট। সম্পূর্ণ আরবীয় ঐতিহ্য সমৃদ্ধ তাঁবুর আদলে। যে স্যুটগুলোর ভাড়া এক রাতের জন্য বাংলাদেশী টাকায় প্রায় দুই লক্ষ টাকা। রয়েছে আলমাহাতে চমৎকার একটি রেস্টুরেন্ট। রাতের বেলা যেখানে জ্বালানো হয় মশালের মতো বিশাল বাতি। ইচ্ছে হলে খোলা আকাশের নিচে উপভোগ করা যায় বুফে খাবার। আর আলমাহাতে যতক্ষণ থাকবেন ততক্ষণ সেখানকার দেয়া রুটিন অনুযায়ী বাধ্য ছাত্রের মতো চলতে হবে। নানারকম স্বাস্থ্যচর্চার কথা লেখা রয়েছে- ঘুম থেকে উঠতে হবে ভোর ছয়টায়। শান্তি কিনতে এসে ভোর ছয়টায় ওঠা! কিন্তু সেখানেও রয়েছে লোভনীয় প্রস্তাব। ভোর ছটায় পাজেরো জিপে চড়ে এবং কিছুটা হেঁটে এক জায়গায় নিয়ে যাবে আপনাকে। যেখানে রয়েছে বাজপাখির নানা রকম খেলা। অনেকগুলো বাজপাখি যে পোষ মানতে পারে, না বাঁধা অবস্থায় এক জায়গায় বসে থাকতে পারে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। খেলার এক পর্যায়ে থাকে, একঝাঁক বাজপাখিকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়। ২ মিনিটের মধ্যেই বাজপাখিটি আবার নেমে আসে নিচে। কারণ বাজপাখিটি ওপরে উঠে দেখতে পায়- উপরে আশপাশে বালু ছাড়া কিছু নেই। তারমানে এই জায়গাটা ছাড়া আশেপাশে কোনো খাবার জায়গা নেই। সেজন্যেই বাজপাখি আবার নেমে আসে নিচে। ভোরবেলা বাজপাখির শো দেখার পর ঘরে ফেরা নাস্তা খাওয়ার আগে কেউ ইচ্ছা করলে যেতে পারে সাফারিতে। যারা দুবাই গেছেন, তারা অনেকেই হয়তো এই সাফারি শব্দটার সঙ্গে পরিচিত। সাফারি মানে জিপ গাড়িতে করে বালুর চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে পথ চলা। পাকা রাস্তা ছেড়ে আচমকা জিপ গাড়িটা নেমে যাবে বালুর রাজ্যে। এবং তারপর সরাসরি ১৮০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে উঠে যাবে ২০ ফুট বালির পাহাড়ের ওপর। এবং নিমিষে নেমে আসবে পাহাড়ের পিঠ ঘেঁষে। বড় রোভার কোস্টারের চেয়ে ভয়াবহ সফর এটা। কোমরে বেল্ট বাঁধা থাকলেও মহা হুলস্থুল বেধে যাবে। মনে হবে যেন সব উগলে আসছে। এক ঘন্টার মতো ট্যুর এটি। আর বিকেলবেলা রয়েছে উট কিংবা ঘোড়ার পিঠে চড়ে সূর্যাস্ত দেখতে যাওয়া। এখানেও সেই একই কথা। সমুদ্রের কোলে কিংবা পাহাড়ের নিচে সূর্যাস্ত অনেকেই দেখেছেন। কিন্তু বালির মধ্যে সূর্যকে হারিয়ে যেতে দেখা, সৌন্দর্য কত অনির্বচনীয় হতে পারে সেটা আলমাহাতে না গেলে বোঝা যাবে না। এবং তখন মনে হবে সত্যি শান্তি কেনার জন্য আলমাহাতে আসা যায়। আলমাহার এই শান্তি আবিষ্কার কিংবা আলমাহার মানুষেরা প্রথমবারের মতো দেখেছে বাংলাদেশ থেকে আসা কোনো মানুষকে। বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে এটা যারা প্রথম গেছে আলমাহাতে তাদের জন্য বিরাট আনন্দের হতে পারে। কিন্তু এটার সবচেয়ে বড় শক্তি, আলমাহাতে পদার্পণকারী প্রথম বাংলাদেশের মানুষটিও খুশি হতো যদি বাংলাদেশের রাঙামাটি কিংবা পার্বত্য চট্টগ্রামের অপূর্ব সৌন্দর্যলীলা দেখার জন্য আরও বিদেশী পর্যটক এদেশে আসার সুযোগ পেতেন।